শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি নিরসনে আইনগত সংস্কারের প্রস্তাবনা

ভূমিকা

শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর শারীরিক এবং মানসিক শাস্তি থেকে আইনগত সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে যেসকল ঘাটতি রয়েছে তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ব্লাস্ট একটি আইনী বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পরিচালনা করে। উক্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সুপারিশমালা এবং শিশুর প্রতি অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে আইনগত সুরক্ষা বিষয়ক ব্লাস্টের প্রস্তাবনা এই পলিসি ব্রিফের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর ধরে, ব্লাস্ট শিশুর প্রতি অমানুষিক শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিষয়ক বেশ কিছু প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক গবেষণামূলক কাজ পরিচালনা করে। এর মধ্যে উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দেশে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বাস্তব চিত্র পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট একটি বেসলাইন সমীক্ষা পরিচালনা করে। এ সমীক্ষায় শহর ও গ্রাম উভয় পর্যায়ে শিশুর অভিভাবক, যত্নপ্রদানকারী (caregivers) ও শিশুদের উপর একটি জরিপ করা হয়। এছাড়াও এ বিষয়ে বিদ্যমান আইনগত কাঠামোর ঘাটতি এবং এই ঘাটতি পূরণে বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপের ব্যাপারে জানতে ব্লাস্ট সংশ্লিষ্ট আইনজীবী, মন্ত্রণালয়, শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক, সেভ দ্য চিলড্রেন, শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে কোয়ালিশন সদস্যবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বেশ কয়েক দফায় আলোচনা করেছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে ব্লাস্ট বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩ এর একটি সংশোধনী বিলের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছে।

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সংবিধান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদগুলোর সাথে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি সুস্পষ্টভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও - এরূপ শাস্তিসমূহ নিষিদ্ধকরণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট আইনগত কোন বিধিবিধান এদেশে বিদ্যমান নেই। এছাড়াও ২০১৩ সালে শুধুমাত্র শিশুর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উত্থাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রণীত শিশু আইনেও শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। উল্লেখ্য যে, বাড়িতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মক্ষেত্রে, শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র, আবাসিক প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন স্থানে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তির ফলে যখন কোন শিশু গুরুতর জখমপ্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র তখনই এই আইনটি প্রযোজ্য হয়। এছাড়াও, এ আইনটিতে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বিষয়টি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে; শারীরিক ও মানসিক শাস্তির শিকার শিশুদের সুরক্ষায় এ আইনের প্রয়োগ বাস্তবে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এসকল প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিষয়ক কিছু সুনির্দিষ্ট সংশোধনী ও স্বতন্ত্র বিধান প্রণয়ন বর্তমানে সময়ের দাবী।

যেসকল কাজ শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে

- হাত বা অন্যকিছু দিয়ে শিশুকে আঘাত অথবা বেত্রাঘাত করা
- চক, ডাস্টার বা এজাতীয় কোন কিছু ছুঁড়ে মারা
- ঘুসি মারা বা চিমটি কাটা
- চুল ধরে টানা বা চুল কেটে দেয়া
- দুই আঙ্গুলের মাঝে পেন্সিল রেখে চাপ দেয়া
- ঘাড় ধরে ধাক্কা দেয়া
- কান ধরে টানা এবং কান ধরে উঠবস করানো
- শিশুকে চেয়ার এর নিচে বা দুই হাঁটুর মাঝে মাথা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর দ্বারা নিষিদ্ধ/আইনবহির্ভূত কোনো কাজ করানো

শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিষয়ক আইনগত বিশ্লেষণ হতে প্রাপ্ত মূল ফলাফলসমূহ

১. শিশু আইন, ২০১৩ এর মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বাংলাদেশ সংবিধান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের বিধান, যথা: শিশু অধিকার সনদ এবং উচ্চ আদালত প্রদত্ত রায় - এসব কিছুর এর আলোকে শিশু সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করা। কিন্তু উল্লেখ্য, এ আইনে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোন বিধানের উল্লেখ নেই।

২. এই আইনে বিভিন্ন অপরাধের শিকার শিশুদের সুরক্ষা বিষয়ক বিধানের চেয়ে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডে অভিযুক্ত শিশু বিষয়ক বিধান সমূহের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছে।

৩. শিশু আইন, ২০১৩ এর ৭০ ধারায় শিশুর প্রতি আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা বা অন্যান্য নিষ্ঠুর কাজগুলোর কথা উল্লেখ থাকলেও, সেখানে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিষয়ক বিধানটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয় নি। তথাপি, এ ধারাটি শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসনে আইনী সুরক্ষা প্রদানে মোটেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

৪. শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বাংলাদেশে শিশুদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে প্রচলিত একটি সামাজিক প্রথা। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির শিকার শিশুরা প্রতিকার প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়, কেননা পিতা-মাতা, শিক্ষকসহ অধিকাংশ ব্যক্তিরাই শৃঙ্খলাবদ্ধ করার নামে শিশুদের এ ধরনের শাস্তি দিয়ে থাকে এবং এ ধরণের শাস্তি প্রদানকে তারা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করে। এ কারণে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি হতে শিশুদের প্রতিকার/সুরক্ষার অধিকার আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫. শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনে একটি অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং একইসাথে এ ধরণের অপরাধের মাত্রা প্রশমনের উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আইনগত সংশোধনী বিল

১. সংশোধনী বিলটি নিম্নলিখিত কাজগুলোকে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করছে -

ক) শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তির বিষয়টি শিশুর অধিকার সংশ্লিষ্ট একটি মৌলিক বিষয়, এ কারণে বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। যে সকল কাজের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান করা হয়, সেদিক বিবেচনায় ব্লাস্ট মনে করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার তুলনায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাই শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রশমনে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। যেহেতু এ আইনের নবম অধ্যায় আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের নিয়ে কাজ করে, সেহেতু এ অধ্যায়টি বিশেষতঃ এ অধ্যায়ের অধীন ৭০ ধারাটি সংশোধন করে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বিষয়ক বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক।

খ) শিশুর প্রতি যেকোনো ব্যক্তি, অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ, শিশু পরিচর্যাকারী, প্রাকৃতিক বা আইনগত বা বৈধ অভিভাবক বা শিক্ষক কর্তৃক নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অবমাননাকর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই সংশোধনী বিলের সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত লঘু ও গুরুতর কাজগুলো শিশুকে শৃঙ্খলা আনয়ন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে করা হলে তা শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি হিসেবে গণ্য হবে:

শিশুর প্রতি লঘু প্রকৃতির শারীরিক ও মানসিক শাস্তিসমূহ	শিশুর প্রতি গুরুতর প্রকৃতির শারীরিক ও মানসিক শাস্তিসমূহ
• হাত বা অন্যকিছুর মাধ্যমে শিশুকে জখম করা • চক, ডাস্টার বা এধরণের কিছু ছুড়ে মারা • শরীরের কোন স্থানে চিমটি কাটা বা কামড় দেয়া • চুল ধরে টানা বা দুই আঙ্গুলের মাঝে পেন্সিল রেখে চাপ দেয়া • ঘাড় ধাক্কা দেয়া বা কান ধরে টানা • কান ধরে উঠবস করানো • চেয়ার বা অন্য কোনোকিছুর নিচে মাথা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা • শিশুকে হাঁটু ঘেড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা • সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে বা শুইয়ে রাখা • অশালীন অঙ্গভঙ্গি করা বা শিশুকে ভয় দেখানো	• পা দিয়ে আঘাত করা/লাথি মারা • ভোঁতা বা ধারালো কোন বস্তু ছুঁড়ে মারা • বেত্রাঘাত করা বা ছুঁড়ে ফেলা • চুল কেটে দেয়া • বেআইনীভাবে শিশুকে কোনস্থানে আটকে রাখা বা শিশুর স্বাভাবিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করা • শ্রম আইনে নিষিদ্ধ কোনো কাজে শিশুকে নিয়োজিত করা • শিশুর অভিভাবক, বংশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র ইত্যাদি বিষয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা। • শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বা এমন কোনো কাজ করা যা শিশুর মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

গ) শিশু আইন, ২০১৩ এর নবম অধ্যায় সংশোধনীর মাধ্যমে শিশুর প্রতি নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করতে হবে এবং শিশুদের প্রতি এ ধরণের শাস্তি প্রদানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

ঘ) এই অধ্যায়ে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এমন কাজসমূহের একটি তালিকা দেয়া থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, হাত বা অন্যকিছু দিয়ে একজন শিশুকে আঘাত করা, শিশুর দিকে চক বা ডাস্টার ছুড়ে মারা, চুল ধরে টানা ইত্যাদি।

ঙ) এই অধ্যায়ে এরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তি বর্ণিত থাকবে, উদাহরণস্বরূপ, বাধ্যতামূলক সমাজকল্যাণমূলক কাজ এবং ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড এবং বিধিতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান।

চ) গুরুতর অপরাধ, যথা: ভোঁতা বা ধারালো বস্তু ছুঁড়ে মারা, বেআইনীভাবে কোন শিশুকে আটকে রাখা বা জাতি, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এর শাস্তি হিসেবে বাধ্যতামূলক সমাজকল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড, তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড এবং বিধিতে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান।

২. দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তির শাস্তি হিসেবে নিম্নবর্ণিত সমাজকল্যাণমূলক কাজে সেবা প্রদান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে:

ক) শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত বই পড়া বা চলচ্চিত্র বা ডকুমেন্টারি দেখা।
খ) শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কিত লিফলেট বিতরণ করা, প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করা এবং জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
গ) অর্থদন্ড আরোপের পাশাপাশি আদালত প্রয়োজন বিশেষে অন্য যেকোনো সামাজিক শাস্তি আরোপ করতে পারে।

blast ব্লাস্ট
Sweden Sverige
Save the Children